পাঠক ফোরাম

ভেজাল শুধুই ভেজাল...

সারা দেশে ভেজাল ও দুর্নীতির মহোৎসব চলছে। কোনো কিছুই বাদ যায়নি এ তালিকা থেকে। তাই প্রকৃতিও আমাদের ক্ষমা করেনি। এখন বাতাসে পলিউশন, পানিতে আর্সেনিক। 'প্লেটোনিক' সে তো আলাদীনের চেরাগ। পুলিশ, বিএসটিআইসহ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়। কেননা, ভেজালের এই সর্বগ্রাসী ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তো একদিনে তৈরি হয়নি। 'সরিষায় ভূত আছে কি না, তবে দুর্মুখেরা বলে যে, দুর্নীতি দমন বিভাগও নাকি ভেজাল এবং দুর্নীতিমুক্ত নয়। অবস্থাটা এমন যে, নিজের কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে 'প্রকৃত মাপ ও ওজনের সঠিক পণ্যটি ক্রয়ে ভোক্তার সর্বজনীন অধিকার'-এর ধারণাটি বিলুপ্ত হতে চলেছে। এখন কেউ যদি দৈবাৎ আসল জিনিসটা ক্রয় করতে সক্ষম হয়, তবে সেটাকে এ দেশে 'সৌভাগ্য' বলে বিবেচনা করা হয়। উত্তর প্রজন্ম তথা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ অরাজক, নৈরাজ্যকর, মুনাফালোভী হন্তারকচক্রের অবাধ দৌরাত্ম্য মেনে নেয়া যায় না। কঠোর হস্তে এদের দমন ও নির্মূল করা উচিত। দেরিতে হলেও সরকারের বোধোদয় ঘটেছে। মনে রাখা দরকার যে, জনসচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র 'মানুষ' যদি নির্ভেজাল হয় তাহলে জগতের অন্য সবকিছুই বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ, ভেজালমুক্ত, উন্নত, প্রাণময়, ঋদ্ধ, অনিন্দ্যসুন্দর হতে বাধ্য।

বেলাল বাঙালি
বিআইসিএসপিআর
কাঁটাবন, ঢাকা

২.

যারা নৈরাজ্যবাদী তারা বলেন, দেশে মায়ের স্নেহ ছাড়া সবকিছুতেই ভেজাল। আশাবাদীরা বলেন, সীমাহীন ভেজালের কারণেই বাংলাদেশের মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো। সোনার বাংলায় এখন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীতেও ভেজাল। প্রতিদিন খবরের কাগজে, টিভিতে ভেজালের যে নব নব আবিষ্কার দেখছি তাতে এমনিতেই হার্টফেল করে মরে যাবার কথা। মরছি না তো! তবে কী এই মহাজন বাক্যই সত্য- 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।' আমাদের সুধী সমাজের নীরবতা দেখে তাই মনে হয়। আমি নিজে মেভুলারি কার্সিনোমা নামে ক্যান্সারে আজ ৯ বছর যাবৎ ভুগছি। এটি খাদ্যে ব্যবহৃত বিষক্রিয়া দ্বারা দেহে বাসা বাঁধে। বিশেষ করে শস্য ও সবজি উৎপাদনে যে বিষাক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় তার মাধ্যমে শরীরে ছড়ায়। বহু ক্যান্সারের সঠিক কারণ আজও সুনির্দিষ্ট না হলেও কিছু কিছু ক্যান্সারের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দায়ী করছেন কিছু ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, প্যারাসাইটকে। এর সঙ্গে খাদ্যে মিশ্রিত নানা রাসায়নিক পদার্থ, বিকিরণ ধূমপান ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি ভয়ের কথা, ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বময় প্রধান ঘাতক হার্টের অসুখ ছাড়িয়ে এক নম্বর সিরিয়াল কিলার হবে ক্যান্সার। দুর্নীতি, ভেজালে এক নম্বর থাকা বাংলাদেশের হয়তো ক্যান্সারে আক্রান্তদের তালিকায় এক নম্বর হবে। বাঁচতে হলে এখনই প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ সময়।

মমিন মালিক
cancer.campaign@g-mail.com

ফুটবলে বিদেশী কোচ

বাংলাদেশের ফুটবল যেন বিদেশের কোচদের মুঠোয় বন্দি। এক বিদেশী কোচ অপসারিত হলে আগমন ঘটে অন্য বিদেশী কোচের। বিদেশী কোচের নেতৃত্ব ছাড়া বাংলাদেশের ফুটবল যেন একেবারেই অচল। বাংলাদেশের ফুটবল ফেডারেশন আমদানি করে চলেছে একের পর এক বিদেশী কোচ। অস্ট্রিয়ার জর্জ কোটানের পর এবার জাতীয় দলে ফুটবল কোচের দায়িত্ব পেলেন আন্দ্রেস ক্রসিয়ানি। সঙ্গে এসেছেন তার বিদেশী ট্রেনার কোলম্যান। কথা হচ্ছে, বিদেশী কোচ ছাড়া কি বাংলাদেশ ফুটবলের উন্নতি সম্ভব নয়?

সাগর, শেরেবাংলা রোড, খুলনা

নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার

এ আলোচনায় দেশ এখন সরগরম। প্রধান বিরোধী দলসহ ১৪ দল মিলে কিছু প্রস্তাব দিয়েছে। আর সরকারি দল বলছে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা ছাড়া বাকি সব অকার্যকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ ছাড়া অন্য ছোট দলগুলোর কিছু বক্তব্য আছে।

কিন্তু প্রথম কথা হলো, বিরোধী দলের সমস্ত সংস্কার প্রস্তাবেই যে তাদের সব সদস্যের সম্পূর্ণ মত আছে তাও নয়। কেননা, সেসব দলের কোনোটাতেই প্রকৃত গণতন্ত্র নেই। অনুরূপভাবে সরকারি দলের নামে অনির্বাচিত অবস্থান থেকে যারা এসব প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন তাতে প্রমাণ করে না যে এটাই সব সদস্যের মত। তাই সবার আগে দলের মধ্যে নির্বাচন দিন। অতঃপর দলের মধ্যে আলোচনায় বসুন। তখন সংস্কার প্রস্তাবগুলো যে আকারে দাঁড়াবে, তাতে দেখবেন সব দলের মধ্যে বেশ কিছু অমিল থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে মিল বেরিয়ে আসবে। সরকারি দল সেই মিলগুলো নিয়ে যতটা সংস্কার করলে মনে করবেন জনতাকে সন্তুষ্ট করতে

এ তবে কাদের ছায়া...

দেশে কোনো জঙ্গি তৎপরতা নেই- সরকারের সোজা উত্তর। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদে একাধিকবার মৌলবাদী, ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের নিয়ে লেখা হয়েছে। বাংলা ভাই, হরকাতুল জিহাদের ছবি ও কার্যক্রম প্রকাশিত হয়েছে অথচ সরকার নিশ্চুপ। অনেকে বলেছে, সাংবাদিকরা নিউজের জন্য দেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্র চিহ্নিত করতে চায়। '৯৬ সালে এ সরকারের আমলেই হরকাতুল জিহাদ সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু জামিনে মুক্তি পায় সবাই। বাংলা ভাইয়ের ক্যাডারদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যার কারণে আজকে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। একশ্রেণীর লোক ধর্মের নামে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

আব্দুল করিম
পুঠিয়া, রাজশাহী

২. বোমা হামলার ঘটনা নতুন নয়। তবে এবারের হামলার পদ্ধতিতে নতুনত্ব রয়েছে। দেশের স্পর্শকাতর, গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে হামলা চালিয়েছে তারা। দুই নেত্রী স্বভাবসুলভ বলে চলেছেন, 'এটা তাদের কাজ'। আসলে কাদের কাজ এবং এর উদ্‌ঘাটন, তদন্তে কারোরই মনোযোগ নেই। এই অমনোযোগিতা আবারও এমন ঘটনার জন্ম দেবে বলে রাখলাম। তবুও কি আপনারা সচেতন হবেন না?

কাদের মোল্লা
কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা

পারবেন, ততটা করেই সংসদে পাস করিয়ে নির্বাচন দিন। তাতে জনতার রায় পেলে পুনরায় ক্ষমতায় যেতে পারবেন। অন্যদিকে বিরোধী দলে যারা বলছেন সংসদে যাবেন না, যদি না যেতে চান তবে আপনাদের সংস্কার প্রস্তাবগুলো ম্যানিফেস্টোতে সন্নিবেশ করে জনতার কাছে যান এবং নির্বাচন করুন। নিজেদের সংস্কার বক্তব্যকে সঠিক মনে করলে নির্বাচন করবেন, না বলতে পারেন না। কেননা, ক্ষমতায় এলে নিজেরাই নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। এতে দলগুলোর মতামতও কার্যকর হবে, আবার অহেতুক একটা সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে দেশ ও জাতি রক্ষা পাবে।

গোলাম মোস্তফা
দক্ষিণ বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা

তখন সবাই এক

একটি বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কোনো প্রকল্পের জন্য টাকা সরবরাহ করার ঘোষণা শোনা গেলে সবাই সংসদে উপস্থিত হয়। তখন আর তাদের মধ্যে কোনো রেষারেষি নেই। তখন তাদের যে রকম মনোভাব নিয়ে মিটিংয়ে দেখা যায়, সব সময় কি তারা এভাবে থাকতে পারেন না? জাতীয় সংসদে অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্যরা ১০ আগস্ট অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে নিজ নিজ এলাকার রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য ২ কোটি টাকা করে বরাদ্দ চেয়েছেন। স্থানীয় উন্নয়ন হলে জনগণ উপকৃত হবে। কিন্তু সত্যি কি এসব টাকা উন্নয়নকাজে ব্যয় হবে? নির্বাচনের বাকি আর মাত্র এক বা দেড় বছর। এই সময়ের মধ্যে এ অর্থ বরাদ্দের আবেদন নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন আসে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী সরাসরি টাকা বরাদ্দ না দিয়ে প্রকল্প বরাদ্দ দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এর কিছুদিন আগে বিমানমন্ত্রীও ব্যর্থ হয়ে এসেছেন অর্থমন্ত্রীর না শুনে। কিছুদিন আগে সাংসদদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে দেখা গেল এককাতারে সরকার ও বিরোধী সদস্যদের। এ রকম অনেক ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থে তারা এক। তখন হয় না হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও, অবরোধ। অথচ দেশের স্বার্থে বা জনগণের স্বার্থে তারা হয়ে যান দু'ভাগে বিভক্ত। তখন একে অন্যের প্রতিপক্ষ। আজ যেভাবে ৩০০ সদস্য এক হয়ে ৬০০ কোটি টাকার আবেদন করেছেন ভদ্রভাবে, কোনো আন্দোলন ছাড়া; সেভাবে কি তারা দেশের স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থে এক হয়ে কাজ করতে পারেন না?

রফিকুল ইসলাম
পশ্চিম চৌকিদেখী, সিলেট

মিলটি চালু করুন

পুরনো ঢাকায় শত বছরের পুরনো পোস্তগোলা সরকারি ময়দার মিলটি পুনঃচালুর করার জন্য এলাকাবাসী প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। শত কোটি টাকার সম্পদ এই ময়দার মিল দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ। একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল ও সরকারি আমলাদের যোগসাজশে এটি বিক্রি করার চক্রান্ত চলছে। মিলটির দামি মেশিনপত্র আজ অবহেলিত এবং খোয়া যাচ্ছে। মিলটির প্রতি সরকারের তেমন কোনো নজর নেই। যদিও কিছুদিন আগে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মিলটি পরিদর্শন করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এক সময় দেশের সেনানিবাসগুলোতে এই মিল হতে আটা, সুজি, ময়দা, গো-খাদ্য সরবরাহ করা হতো। মিলটির কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আজ ধ্বংসপ্রায়। অথচ দেখার কেউ নেই। এ অবস্থায় পোস্তগোলা ময়দার মিলটি রক্ষা করা বা পুনঃচালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ করছি।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী
ফরিদাবাদ, ঢাকা

নাগরিক সচেতনতা

অসম্ভব ব্যস্ত নগরী এই ঢাকা। প্রায় ১ কোটি লোক বসবাস করে এই ছোট্ট শহরে। সবাই এখানে ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করছে। প্রায়ই দেখা যায়, ওভারব্রিজ রেখে সবাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিচ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে। আসলে এটা কি ঠিক? ওভার ব্রিজের নিচ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করলে শুধু জীবনের ঝুঁকিই নয়, রাস্তায় জ্যাম পড়তে পারে এবং বড় ধরনের কোনো অঘটনও ঘটতে পারে। প্রতিদিনই দেখা যায়, প্রায় ৬০% লোক ওভারব্রিজ ব্যবহার করেন না, কিন্তু কেন? তাহলে কেনই বা সরকার এতো অর্থ ব্যয়ে ওভারব্রিজ দিয়েছেন? আসুন আমরা সচেতন হই। এই ঢাকাকে রক্ষা করি এবং জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলি।

পলাশ আহমেদ
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রয়োজন সমতা

নিত্যদিনের পারিবারিক প্রয়োজনীয় বাজার করায় অনভ্যস্থ মন্ত্রী-সাংসদরা বাজারের 'আগুন' আঁচ করতে পারেন না। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা আদায়ের বেলায় দুর্মূল্যকেই বাহবা হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। অন্যদের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে দুর্মূল্যের কারণকে পত্র-পত্রিকার প্রচারণা বলে প্রচার করে চরম নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছে। সরকারি কর্মচারীরা এ যাবৎ যে মহার্ঘ্যভাতা পেতেন, তিন ধাপে প্রবর্তিত বেতন বৃদ্ধির সময় তাও বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়েছে এবং স্থগিত চিকিৎসাভাতার বর্ধিত ভাতা ও বেতন বৃদ্ধির তারিখ থেকে বকেয়া দেয়া হবে না এবং ঈদ বোনাস ও পেনশনভোগীদের প্রাপ্য পেনশনের ওপর হিসাব ধরা হবে না। এ পর্যন্ত যতগুলো পে-কমিশন হয়েছে কেউ-ই পেনশনভোগী বয়োবৃদ্ধদের প্রতি সঠিক নজর দেননি বলে মনে হয়। পেনশনভোগীদের মধ্যে অতিপ্রবীণরা সাধারণভাবে বয়োকনিষ্ঠ অবসরপ্রাপ্তদের চেয়ে কম টাকার পেনশন পান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদমর্যাদায় ২-৩ ধাপ নিচের পেনশনভোগী তার ১০-১২ এমনকি ২০ বছর আগের পেনশন-ভোগীর চেয়ে বেশি পেনশন পান। কেননা, অবসরভোগীদের পদমর্যাদা সময়কালের হিসাবে সমমর্যাদার কর্মচারী-কর্মকর্তার পেনশনের সমতা আনা অথবা হালনাগাদ করা হয় না, যা আমাদের প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানসহ অনেক দেশেই করা হয়ে থাকে। তাই পেনশনভোগীদের মধ্যে সমতা ও হালনাগাদ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মোঃ মজহারুল ইসলাম মজুমদার
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

ভোট দিতে চাই তবে...

কিছুদিন আগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সিইসি বিচারপতি এমএ আজিজ নামসর্বস্ব প্যাডহীন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন। অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সমালোচিত হলেও আমার দৃষ্টিতে এ উদ্যোগই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। কারণ সিইসি সবার মতামত গ্রহণ করেছেন। যেহেতু আমি রাজনীতি পছন্দ করি না এবং আমার মতো অনেকেই নামহীন, প্যাডহীন অরাজনৈতিক দলে আছেন, তাই আমাদের মতামত নির্বাচন কমিশনার বিবেচনা করলে কৃতজ্ঞ হবো। আমরা নতুন প্রজন্মের একাংশ এবারই প্রথম ভোটার লিস্টে তালিকাভুক্ত হবো। কিন্তু সমস্যা হলো, আমার কাছে কোনো প্রার্থীকে যোগ্য মনে হয় না। তাই ভোট দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি আছেন যারা একজনের পক্ষে ভোট দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীদের ধন্য করেন। তাই সুনাগরিকের দায়িত্ব হিসেবে আমার ভোট আমিই দিতে চাই। সুতরাং প্রার্থীদের তালিকায় 'কাউকেই যোগ্য মনে করিনি' নামে একটি অপশন অন্তর্ভুক্ত করা হোক। যাতে আমার ভোটটা কোনো অযোগ্য প্রার্থীর পক্ষে না যায়। ধারণা করছি, এ প্রস্তাবনা সিইসি বিবেচনা করে দেখবেন।

সাইফ পরাগ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা, E-mail : saief14@yahoo.com